সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬৬তম সংখ্যা জুলাই-আগস্ট ২০২৪
www.ahlehadeethbd.org/protiva

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, ‘আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, আশূরার ছিয়াম বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হবে’ *(মুসলিম হা/১১৬২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র

সোনামণি প্রতিভা

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

- কুরআনের আলো
- হাদীছের আলো
- বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ
- এসো দো'আ শিখি
- রহস্যময় পৃথিবী
- ভ্রমণ স্মৃতি
- আন্তর্জাতিক পাতা
- আমার দেশ
- যাদু নয় বিজ্ঞান
- হাদীছের গল্প
- গল্পে জাগে প্রতিভা
- একটু খানি হাসি
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর
- কবিতা
- সাহিত্যাঙ্গন
- ইতিহাস
- চিকিৎসা
- অজানা কথা
- ম্যাজিক ওয়ার্ড
- মতামত ও প্রশ্নোত্তর
- ভাষা শিক্ষা

লেখা আহ্বান :

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সার্বিক যোগাযোগ :

সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬৬তম সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট ২০২৪

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
নাজমুন নাঈম

♦ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
মাহফূয আলী

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

➲ **সম্পাদকীয়**
◆ এসো, জীবনটাকে আল্লাহ্‌র দাসত্বে ঢেলে সাজাই! ০২
➲ **কুরআনের আলো** ০৩
➲ **হাদীছের আলো** ০৪
➲ **প্রবন্ধ**
◆ সন্তান প্রতিপালনে করণীয় ০৫
◆ শিশুর নৈতিকতা বিকাশে করণীয় ১০
◆ বৃষ্টির সময় করণীয় ১৪
➲ **হাদীছের গল্প**
◆ আশূরায়ে মুহাররম ১৬
➲ **এসো দো'আ শিখি** ১৭
➲ **গল্পে জাগে প্রতিভা**
◆ জীবনের গল্প ১৮
◆ রেগে গেলে তো হেরে গেলে ১৯
➲ **কবিতাগুচ্ছ** ২২
➲ **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ২৩
➲ **খাদ্যের পুষ্টিগুণ** ২৪
➲ **পরীক্ষায় সফলতা ও ব্যর্থতা** ২৬
➲ **নীতিমালা** ২৮
➲ **সোনামণির কলম** ৩২
➲ **সংগঠন পরিক্রমা** ৩৪
➲ **প্রাথমিক চিকিৎসা** ৩৫
➲ **ভাষা শিক্ষা** ৩৭
➲ **পিতা-মাতার সাথে আদব** ৩৯

এসো, জীবনটাকে আল্লাহ্র দাসত্বে ঢেলে সাজাই!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের কী জন্য সৃষ্টি করেছেন তার উত্তর পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। তিনি বলেন, 'আমি মানুষ এবং জিনকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। 'মানুষ কেবল আল্লাহ্র দাসত্ব করবে। আল্লাহ কাছে মাথা নত করবে। যাবতীয় চাওয়া পাওয়া একমাত্র তাঁর কাছেই পেশ করবে' *(তিরমিযী হা/২৫১৬)*।

সোনামণি বন্ধু! আমরা মনে করি ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত এগুলোই বুঝি কেবল ইবাদত। এর বাইরে আর কিছু নেই। কিন্তু না, তোমরা কি জানো, আমাদের সকল কাজই আল্লাহ্র ইবাদত হয়ে যায়! হ্যাঁ, সেটা কীভাবে হয়! যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দু'টি হাত দিয়েছেন। পানি বা খাবার খাওয়ার সময় তুমি চাইলে দু'টিই হাত ব্যবহার করতে পার। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ হল 'ডান হাতে খাও ও পান কর' *(বুখারী হা/৫৩৭৬)*। এখন যদি তুমি আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে ডান হাতে পান কর বা খাও, তাহলে কী হবে? সেটা হবে ইবাদত বা আল্লাহ্র দাসত্ব।

সুতরাং প্রিয় বন্ধু! দেখ আল্লাহ যে আমাদের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা পালন করা কত সহজ। আমরা ঘুমিয়ে জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাটিয়ে দিচ্ছি, অথচ সেটাও কিন্তু ইবাদত হতে পারে। যেমন রাসূল (ছা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল সে যেন পুরো রাত ক্বিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করল' *(মুসলিম হা/১৫২৩)*।

শুধু তাই নয় আমরা প্রতিটি কথা ও কর্মকে ইবাদতে পরিণত করতে পারি। যেমন রাসূল (ছা.) বলেন, 'ভালো কথা বলা একটি ছাদাকা' *(বুখারী হা/৩৪)*। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, 'আদম সন্তানের দেহে তিনশত ষাটটি সংযোগ অস্থি বা গ্রন্থি আছে। প্রতিদিন সেগুলোর প্রতিটির জন্য একটি ছাদাকা ধার্য আছে। প্রতিটি উত্তম কথা একটি ছাদাকা। কোন ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করাও একটি ছাদাকা। কেউ কাউকে পানি পান করালে তাও একটি ছাদাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও একটি ছাদাকা' *(আদাবুল মুফরাদ হা/৪২২)*।

অতএব হে সোনামণি! এসো আমরা আমাদের প্রতিটি কাজ ও কর্মকে আল্লাহ নির্দেশ অনুযায়ী করি, প্রিয় নবীর আদর্শ দ্বারা ঢেলে সাজাই। তাহলে আমাদের সব কাজই আল্লাহ্র ইবাদতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। কত ভালো হবে না ব্যাপারটা? আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

অনৈসলামিক আদর্শ পরিহার

জাহিদুল ইসলাম, কুল্লিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ ٱلْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدٰى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ-

'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ কর। বল, নিশ্চয় আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান আসার পরেও, তাহলে আল্লাহর কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করার মত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*।

ইব্রাহীম (আ.)-কে আবুল আম্বিয়া বা নবীগণের পিতা বলা হয়। কারণ তাঁর পরবর্তী সকল নবী তাঁর দুই ছেলে ইসমাঈল (আ.) ও ইস্রাঈল তথা ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। তাদের মধ্যে কেবল মুহাম্মাদ (ছা.) ব্যতীত সকল নবী ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশে। এজন্য বনু ইস্রাইল তথা ইহূদী-নাছারারা মনে করত, শেষ নবীও তাদের বংশে আসবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছা.)-কে ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে প্রেরণ করেন। ফলে ইহূদী-নাছারাগণ মুহাম্মাদ (ছা.)-এর নবুঅত লাভের পর থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি হিংসা করে ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর মদীনায় হিজরতের পর সেখানে বসবাসকারী তিনটি ইহূদী গোত্র বনু কুরায়যা, বনু ক্বায়নুকা ও বনু নাযীর কয়েকবার তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। বর্তমান যুগেও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের সহযোগিতায় ইস্রাইলের ইহূদী গোষ্ঠী ফিলিস্তীনের মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাচ্ছে।

ইহূদী-খ্রিস্টানরা কেবল মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে না। বরং তারা ইসলামের সুমহান আদর্শের উপরও আক্রমণ চালাচ্ছে। তারা ইসলামী আক্বীদা-আমল ও আচার-আচরণের পরিবর্তে তাদের রীতি-নীতি মুসলিমদের মধ্যে চালু করার চক্রান্ত করছে। তারা আমাদের সালামের পরিবর্তে হ্যালো ও জাযাকাল্লাহ-এর পরিবর্তে থ্যাঙ্ক ইউ বা ধন্যবাদ বলতে শেখাচ্ছে। ছিয়াম পালনের দিনে দ্রুত ইফতার করতে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নির্দেশের বিপরীতে তারা দেরিতে ইফতারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরছে...। এজন্য আমাদের উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং বিধর্মীদের রীতি-নীতি এড়িয়ে চলা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

অনৈসলামিক আদর্শ পরিহার

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা দেখে সে জাতিকে চেনা যায়। এই বৈশিষ্ট্য তাদের আক্বীদায় যেমন থাকে, তেমনি ফুটে ওঠে তাদের বাহ্যিক চেহারা-ছুরত, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে। পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত কোন পুরুষকে যেমন আমরা সহজে মুসলিম হিসাবে চিনতে পারি, তেমনি ধুতি-চাদর পরিহিত কাউকে হিন্দু হিসাবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরকায় ঢাকা মুসলিম নারী আর শাখা-সিঁদুর পরিহিত হিন্দু রমণীর পার্থক্য বুঝতেও আমাদের কষ্ট হয় না।

পোশাকের মতো পার্থক্য দেখা যায় ব্যক্তির চেহারায়। মুখ ভর্তি দাঁড়ি দেখলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করি। আর মাথার পিছনে গরুর লেজের মত এক গুচ্ছ চুল ঝুলে থাকলে তাকে হিন্দু ধারণা করি। পার্থক্য দেখা যায় আচার-আচরণেও। আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ হলে সালাম দিয়ে আন্তরিকভাবে মুছাফাহা করি। হিন্দুরা দুই হাত একত্রিত করে নমস্কার জানায়। অন্যদিকে 'ইহূদীরা আঙ্গুল দিয়ে ও খ্রিস্টানরা হাতের তালু দিয়ে ইশারা করে' *(তিরমিযী হা/২৬৯৫)*। পার্থক্য রয়েছে আক্বীদা-আমল, বিবাহ পদ্ধতি, মৃত্যু পরবর্তী কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে।

অত্র হাদীছে অন্যান্য জাতির এসব রীতি-নীতি গ্রহণে মুসলিমদের নিষেধ করা হয়েছে। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'সে আমার উম্মত নয়, যে অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তোমরা ইহূদী ও খ্রিস্টানদের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য রেখ না' *(তিরমিযী হা/২৬৯৫)*। উল্লেখ্য যে, সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি যেমন শার্ট-প্যান্ট পরা, কাউকে জনাব বা স্যার বলে সম্বোধন করা ইত্যাদি অন্য জাতির সাদৃশ্য বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

সন্তান প্রতিপালনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, সোনামণি।

(গত সংখ্যার পর)

২৭. আদর্শ পিতা-মাতা হওয়া : ফুটন্ত গোলাপের মত প্রতিটি শিশুই ফিতরাৎ তথা ইসলাম গ্রহণ করে আদর্শ হওয়ার ক্ষমতা নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পিতা-মাতার আদর্শ ও আক্বীদার কারণে সে দ্বীনদার হয় অথবা বেদ্বীন হয়। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاء 'প্রত্যেক মানব শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। যেমন একটি চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি চতুষ্পদ জন্তু জন্ম দিয়ে থাকে। তোমরা কি সেখানে নাক কান কাটা দেখতে পাও' *(বুখারী হা/১৩৫৮; মিশকাত হা/৯০)*।

তাই পিতা-মাতা সন্তানের জন্য অবশ্যই আদর্শ হবেন। তারা সন্তানের সামনে অবশ্যই কোন অভদ্র আচরণ প্রকাশ করবেন না। তাহলে তাদের দেখে দেখে সন্তান এমনিতেই ভদ্র ও আদর্শ হবে ইনশাআল্লাহ।

২৮. সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতন থাকা : উন্নত জীবনের জন্য সুস্বাস্থ্য আবশ্যক। আর সুস্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই আমাদের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। এজন্য সন্তানের খানা-পিনা, খেলাধুলা ও বিশ্রামের প্রতি পিতা-মাতাকে সুনযর রাখতে হবে। বলা হয় স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই সন্তানকে সুখী করতে তাদের খানা-পিনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে অতি ভোজন বা অনিয়মিত ভোজনে স্বাস্থ্য নষ্ট না হয়।

শিশুকাল থেকেই পিতা-মাতা সন্তানের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্য রাখবেন। আক্বীক্বার পর শিশুকে সরিষার তেল মাখিয়ে সকালের কাঁচা রোদে রাখা খুবই স্বাস্থ্যকর। এতে তার দেহে 'ভিটামিন ডি' প্রবেশ করে। যা তার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে *(বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন, পৃ. ১১৫)*।

এজন্য আলো-বাতাস ও উন্মুক্ত বায়ু সেবন আবশ্যক। বাসগৃহ এমন হওয়া উচিত যাতে সহজে রৌদ্র ও আলো-বাতাস যাতায়াত করে। স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছা.) একটি মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, 'তুমি তোমার পেটের এক ভাগ খাদ্য দিয়ে ও এক ভাগ পানি দিয়ে পূর্ণ কর। বাকী একভাগ খালি রাখ' *(তিরমিযী হা/২৩৮০; মিশকাত হা/৫১৯২)*।

এছাড়া খাদ্য গ্রহণের নিম্নোক্ত আদবসমূহ মেনে চলবে-

(১) শুরুতে ডান হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮৫)*। ধোওয়ার পর ডান হাতে খাদ্য ব্যতীত অন্য কিছু ধরবে না।

(২) অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে পাত্রের নিকট থেকে খাওয়া শুরু করবে *(আবুদাউদ হা/৩৭৬৭)*।

(৩) ডান হাত দিয়ে খাবে এবং পান করবে *(মুসলিম হা/২০২০; মিশকাত হা/৪১৬২)*। তবে এঁটো হাতে পানপাত্র ধরবে না। বরং বামহাতে ধরে ডান হাতের উপর ঠেস দিয়ে খাবে।

(৪) সকালে খালি পেটে অল্প কিছু চাউল সহ পূর্ণ এক গ্লাস পানি পান করবে এবং সারাদিনে যখনই পেট খালি হবে, তখন এক গ্লাস পানি খাবে। ইনশাআল্লাহ গ্যাসের সমস্যা মিটে যাবে।

(৫) পাত্রের মধ্যস্থল থেকে খাবে না বরং নিকট থেকে খাবে *(বুখারী হা/৫৩৭৬)*।

(৬) প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হলেই *'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহূ ওয়া আখিরাহূ'* বলবে *(আবুদাউদ হা/৩৭৬৭)*।

(৭) প্লেট এবং আঙ্গুল ভালোভাবে চেটে খাবে *(মুসলিম হা/২০৩৪)*। তাতে জিহ্বার লালা বেশি বেশি বের হবে। যা হযমে সহায়ক হবে।

(৮) যদি খাবার পড়ে যায় তাহলে তা উঠিয়ে ছাফ করে খেয়ে নিবে। কারণ কেউ জানে না কোন খাবারে বরকত আছে *(মুসলিম হা/২০৩৪)*।

(৯) একাকী না খেয়ে বরং একত্রে মিলে-মিশে খাবে। তাতে বরকত রয়েছে *(আবুদাউদ হা/৩৭৬৪; মিশকাত হা/৪২৫২)*।

https://ahlehadeethbd.com/protiva/

(১০) পান করার সময় পাত্রের বাইরে ৩ বার নিঃশ্বাস ফেলবে *(বুখারী হা/৫৬৩১)*।

(১১) পানির পাত্রে বা খাবারে নিঃশ্বাস ফেলবে না বা ফুঁক দিবে না *(বুখারী হা/১৫৩; মিশকাত হা/৪২৭৭)*।

(১২) দাঁড়িয়ে পানাহার করবে না (মুসলিম হা/২০২৬; মিশকাত হা/৪২৬৭)।

(১৩) কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে খাবে না *(বুখারী হা/৫৩৯৮; মিশকাত হা/৪১৬৮)*।

(১৪) খাওয়ার সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খাবে। অহেতুক গল্প-গুজব করবে না। শেষে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবে ও আলহামদুলিল্লাহ বলবে এবং অন্যান্য দো'আ পড়বে।

(১৫) খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তরখান উঠানোর সময় বলবে, *আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহ" (বুখারী হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯৯)*।

(১৬) দাওয়াত খেলে মেযবানের জন্য দো'আ করে বলবে, *আল্ল-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী' (মুসলিম হা/২০৫৫)*। *(বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন, পৃ. ১১৫-১১৭)*।

২৯. সন্তানের জন্য ব্যয় করা : পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানের মৌলিক চাহিদাগুলো সাধ্য মোতাবেক পূরণ করা। শিশুদের মৌলিক চাহিদাগুলো হল : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। পিতা-মাতা ও অভিভাবক যদি নেকীর উদ্দেশ্যে সন্তানের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হন তাহলে তারা তার মাধ্যমে ছাদাকার নেকী পাবেন।

আবু মাসঊদ আনছারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً 'যখন কোন মুসলমান ছওয়াবের উদ্দেশ্যে তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে তা তার জন্য ছাদাকা হিসাবে গণ্য হয়' *(বুখারী হা/৫৩৫১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু সালামার সন্তান যারা আমারও সন্তান আমি তাদের জন্য খরচ করলে আমার নেকী হবে কি? তখন তিনি বললেন, أَنْفِقِى عَلَيْهِمْ ، فَلَكِ أَجْرُ مَا

أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ 'তুমি তাদের জন্য ব্যয় কর। তুমি তাদের পিছনে ব্যয় করলে অবশ্যই নেকী পাবে' *(বুখারী হা/১৪৬৭)*।

আরেকটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি আমরা সন্তানদের খরচ বহনের জন্য বৈধ পথে রোজগারে বের হই তাহলে আল্লাহ্র পথে থাকার নেকী পাব। কা'ব ইবনু আজরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে রাসূলল্লাহ (ছা.)-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সে আল্লাহ্র পথে চলত (তাহলে কতইনা ভালো হত)। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, সে যদি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য বের হয়, তবে সে আল্লাহ্র পথেই রয়েছে' *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/ ১৬৯২, ১৯৫৯)*।

৩০. সন্তানদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করা : সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক কিংবা ছোট হোক বা বড় হোক উভয়েই পিতা-মাতার কাছে সমান আদর-স্নেহ ও ভালোবাসা পাওয়ার হকদার। তাই তাদের কোন কিছু স্থায়ীভাবে দান করতে চাইলে অবশ্যই পিতা-মাতাকে ইনছাফভিত্তিক দান করতে হবে। এক্ষেত্রে কাউকে কম-বেশি করা যাবে না। যেমন নু'মান বিন বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকট এসে বললেন, إِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِىْ هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْهُ 'আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার দান ফিরিয়ে নাও' *(বুখারী হা/২৫৮৬)*।

অপর হাদীছে আমীর (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু'মান বিন বাশীর (রা.)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি এতে সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত পুত্রকে আমি কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল (ছা.)! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি

বললেন, তোমার সব সন্তানকে তুমি কি এ রকম দান করেছ?। তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার কর'। নু'মান (রা.) বলেন, অতঃপর তিনি গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন *(বুখারী হা/২৫৮৬)*। তবে 'কোন সন্তান যদি অক্ষম বা প্রতিবন্ধী হয়, তবে অন্য শরীকদের সম্মতিক্রমে তাদের বেশি কিছু দেওয়াতে দোষের কিছু নয়' *(বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন, পৃ. ১১৯)*।

৩১. সন্তানের সামনে কলহ-বিবাদ থেকে দূরে থাকা : দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য হতে পারে। কিন্তু অপ্রীতিকর কোন কিছু সন্তানের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। করলে তাদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়বে। এতে তাদের কোমল হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হবে। যেমন অনেক সময় পিতা বলেন, তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক না রেখে শুধু আমার সাথেই থাকবে। আবার মা বলেন, তুমি তোমার পিতার সাথে কোন কথা না বলে শুধু আমার সাথেই থাকবে। এতে কেউ পিতার পক্ষ আবার কেউ মাতার পক্ষ নেয়। তাই এগুলো থেকে পিতা-মাতাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

৩২. সন্তানের কল্যাণের জন্য দো'আ করা : সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দো'আ কবুলযোগ্য। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানের কল্যাণের জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে দো'আ করা। যাতে তার সন্তান মুত্তাক্বী বান্দা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই (১) পিতার দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ (৩) মাযলূমের দো'আ' *(আবুদাঊদ হা/১৫৩৬)*। একইভাবে পিতা-মাতার বদদো'আও নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়ে যায় *(তিরিমিযী হা/১৯০৫)*। তাই পিতা-মাতার তার সন্তানের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করা সমীচীন নয়।

[চলবে]

শিশুর নৈতিকতা বিকাশের উপায়

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(গত সংখ্যার পর)

১০. ভালো বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করা : বন্ধু বা সাথী শিশুদের নৈতিকতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ তার বন্ধুর চরিত্র গ্রহণ করে। তাই বন্ধু ভালো হলে সে তার দ্বারা ভালোর দিকে প্রভাবিত হয়। আর মন্দ হলে মন্দের দিতে প্রতারিত হয়। তাইতো রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, اَلرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীন (আচার-আচরণ) গ্রহণ করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন খেয়াল করে সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩)*।

রাসূল (ছা.) আরো বলেন, 'সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরীদ করবে অথবা তার নিকট হতে তুমি সুঘ্রাণ পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে দুর্গন্ধ পাবে' *(বুখারী হা/৫৫৩৪; মিশকাত হা/৫০১০)*।

রাসূল (ছা.) মুমিনদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ 'ঈমানদার ব্যতীত কাউকে সাথী বানিয়ো না। আর আল্লাহভীরু ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩২)*। একজন প্রকৃত মুমিন বন্ধু কারো উপকার করতে না পারলেও কখনো ক্ষতি করে না। এজন্য সর্বদা মুমিন-মুত্তাক্বীদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

যারা কুরআনের সম্পর্কের দ্বারা পরস্পরকে ভালোবাসে ক্বিয়ামতের দিন এমন বন্ধুর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নবী-শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। রাসূল (ছা.) বলেন, 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নবী-শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল

আমাদেরকে বলুন তারা কারা? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহ্র রূহ (কুরআনের সম্পর্ক) দ্বারা পরস্পরকে ভালোবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকার আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে মাল-সম্পদের লেনদেনও নেই। আল্লাহ্র কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবেন নূরের উপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকবে। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পড়েন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ 'জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না' *(ইউনুস ১০/৬২)' (আবুদাঊদ হা/৩৫২৭)*।

১১. সততা শিক্ষা দেওয়া : সন্তানদের সততা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় মডেল হতে হবে পিতা-মাতাকে। পিতা-মাতা যদি অসৎ হন তাহলে কখনোই সন্তান সৎ হয়ে বেড়ে উঠবে না। প্রত্যেক পিতা-মাতাই চান তার সন্তন সৎ হোক। মানুষের মত মানুষ হোক। দেশ ও জাতি মুখ উজ্জ্বল করুক। কিন্তু অনেকেই সততার চর্চা না করে সন্তানের সামনে মিথ্যা ছলনা করেন। যা সন্তানেরা অতি সহজেই রপ্ত করে নেয়। এটা সন্তানের জীবনে স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

যেমন ধরুন বাবার কাছে অফিসের বস ফোন করে বলছেন, আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাস্তায় জ্যামের মধ্যে আটকা পড়েছি। অথচ এ সময় তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। এ দেখে সন্তান পিতাকে বলল, বাবা তুমি তো এখন বাড়িতে! বাবা বললেন, শোন মাঝে মধ্যে এমন কথা না বললে চাকুরী হারাবে। ছেলে বলল, ওহ! তাই?

অন্য একদিনের ঘটনা বাবা অফিস থেকে বাড়িতে ফোন করলেন ছেলের কাছে। তার পড়াশুনার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। এসময় সে টেলিভিশনে কার্টুন দেখছিল। বাবা তাকে জিজ্ঞেস করল, এখন তুমি কী করছ? সন্তান উত্তরে বলল, আমি হোম ওয়ার্ক করছি। একটু পরেই বাবা বিশেষ কারণে বাসায় এসেছেন। এসে দেখেন ছেলে কার্টুন দেখছে। বাবা রেগে বললেন, তুমি না বললে আমি হোম ওয়ার্ক করছি। ছেলে উত্তরে বলল, বাবা মিথ্যা কথা না বললে তো তুমি বকা দিবে তাই। বাবা বললেন, বকা দিব তো কি হয়েছে? মিথ্যা বলা যাবে না। ছেলে বলল, বাবা তুমি তো সেদিন তোমার

অফিসের বসকে বললে, আমি জ্যামের মধ্যে আটকা পড়েছি। কিন্তু সেসময় তো তুমি বাসায় ছিলে? বাবা লজ্জা পেলেন। মাথা নিচু করলেন। আর বললেন, বাবা তুমি আমাকে আর লজ্জা দিওনা। কথা দিচ্ছি আর কোনদিন মিথ্যা কথা বলব না। ছেলেও বলল, বাবা আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি আর কোনদিন কারো সাথে মিথ্যা কথা বলল না।

মিথ্যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মুমিন ৪০/২৮)*। রাসূল (ছা.) বলেন, 'তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের পথ বাতলিয়ে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে কাযযাব (চরম মিথ্যুক) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়' *(মুসলিম হা/২৬০৭)*।

অপরদিকে মিথ্যা পরিহারের ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার। এ ব্যাপারে রাসূল (ছা.) বলেন, 'আমি জান্নাতের মধ্যখানে এক গৃহের যিম্মাদার হব তার জন্য, যে মজা করে হলেও মিথ্যা পরিত্যাগ করে *(আবুদাঊদ হা/৪৮০০)*। তাই গল্পচ্ছলে হোক বা কারো ক্ষতি সাধনের জন্য হোক মিথ্যা সর্বাবস্থায় বর্জনীয়।

১২. আমানতদারিতা শিক্ষা দেওয়া : আমানতদারিতা মানব জীবনের এক মহৎ গুণ। যে গুণ অর্জনকারীর জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ রক্ষাকরে তারাই হবে জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(মুমিনূন ২৩/৮ ও ১০)*। সুতরাং পিতা-মাতা ও অভিভাবকের উচিত সোনামণিদের সর্বোচ্চ আমানতদার করে গড়ে তোলা। জীবন যাবে তবুও যেন কখনো সামান্য বিষয়ে খিয়ানত না করে। যে শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (ছা.) তার ছোট্ট নাতিকে দিয়েছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কাছে (ছাদাকার) খেজুর আনা হত। অমুকে তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুকে এর খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কাছে খেজুর স্তূপ হয়ে গেল। হাসান ও হোসাইন (রা.) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছা.) তার দিকে তাকালেন

এবং তার মুখ থেকে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জানো না যে, মুহাম্মাদের বংশধর (বনূ হাশিম) ছাদাকা খায় না' *(বুখারী হা/১৪৮৫)*।

আমানতের সবচেয়ে বড় দিক হল জনগণের আমানত। এই আমানত রক্ষার জন্য যোগ্যতা, সততা ও আল্লাহভীরুতা প্রয়োজন। আবু যার গিফারী (রা.) একদিন রাসূল (ছা.)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোন এলাকার শাসক নিযুক্ত করবেন না? তখন তিনি আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন, হে আবু যার! তুমি দুর্বল। আর শাসনকার্য হল একটি আমানত। নিশ্চয় তা হবে ক্বিয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ। তবে সে ব্যক্তি নয়, যে তা যথার্থভাবে গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠার সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছা.) তাকে বলেন, হে আবু যার! আমি দেখছি তুমি একজন দুর্বল ব্যক্তি। আর আমি তোমার জন্য সেটাই পসন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য পসন্দ করি। তুমি কখনো দু'জন লোকেরও নেতা হয়োনা এবং ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হয়ো না' *(মুসলিম হা/১৮২৫)*।

১৩. অঙ্গীকার পূরণের শিক্ষা দেওয়া : শিশুদের নৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অঙ্গীকার পূরণ। অঙ্গীকার অর্থাৎ কথা দিয়ে কথা রক্ষা করার এই অভ্যাস শিশুকাল থেকেই তৈরী করতে হবে। পিতা-মাতাকে এ ব্যাপারে অত্যাধিক সচেতন হতে হবে। যত কষ্টই হোক না কেন, সন্তানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না। ইনিয়ে বিনিয়ে সন্তানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে পরবর্তীতে সন্তান এই অভ্যাস রপ্ত করবে। যা তাকে অনৈতিক হতে সহযোগিতা করবে। তাই অঙ্গীকার পূরণের চর্চা পরিবারে সর্বদা বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৪)*।

রাসূল (ছা.) বলেন, 'যার অঙ্গীকার পূরণ নেই তার দ্বীন নেই *(আহমাদ হা/১২৪০৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অঙ্গীকার পূরণ না করা মুনাফিকের একটি লক্ষণ' *(বুখারী হা/৩৪)*। অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর প্রতি আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়। আল্লাহ বলেন, 'যারা অঙ্গীকার পূরণ করে না তারা আল্লাহ্র লা'নতপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যায়' *(মায়েদাহ ৫/১৩)*। তাই যেকোন উপায়ে অঙ্গীকার পূর্ণ করা জান্নাত প্রত্যাশী মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

[চলবে]

বৃষ্টির সময় করণীয়

উম্মে নাযিহা
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

ভূমিকা : বৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নে'মত। এ নে'মতের অসীলায় শুকনো ভূমি প্রাণ ফিরে পায়। সজীব হয়ে ওঠে তরুলতা আর ফসলের মাঠ। তীব্র দাবদাহের পর মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পশু-পক্ষী পায় উৎকৃষ্ট রিযিক। সর্বোপরি বৃষ্টির মাঝে লুকিয়ে থাকে আল্লাহ্র অজস্র নে'মত। আর এ বিশেষ নে'মত বর্ষণের সময় রয়েছে আমাদের কিছু করণীয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল-

১. আকাশে মেঘ দেখলে করণীয় : আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম (ছা.) আকাশে মেঘ দেখলে এই দো'আ পড়তেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ *(আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রি মা-ফীহ)*। **অর্থ :** 'হে আল্লাহ! এতে যা মন্দ রয়েছে তা হতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

২. বৃষ্টি শুরু হলে দো'আ পাঠ করা : বৃষ্টির সময় আল্লাহ্র নিকট কল্যাণকর বৃষ্টির প্রার্থনা করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বৃষ্টি আরম্ভ হলে বলতেন, اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا (আল্ল-হুম্মা সাক্বইয়ান না-ফি'আন)।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! উপকারী পানি দান কর' *(আহমাদ হা/২৫৬১১)*।

৩. অতি বৃষ্টির সময় দো'আ : অতি বৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলতেন, اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا- اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ *(আল্ল-হুম্মা হাওয়া-লাইনা ওয়া লা 'আলাইনা, আল্ল-হুম্মা 'আলাল আ-কা-মি ওয়ায্ যির-বি ওয়া বুতূনিল আওদিয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজার)* **অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকার অভ্যন্তরে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর' *(বুখারী হা/১০১৪)*।

৪. ঝড়-তুফানের সময় দো'আ : রাসূলুল্লাহ (ছা.) ঝড়-তুফান হলে বলতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ *(আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খইরাহা ওয়া খইরা মা-ফী হা ওয়া খইরা মা-উরসিলাত বিহী ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা-ফীহা ওয়া শার্‌রি মা উরসিলাত বিহ)* **অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আগত ঝড়ের সাথে যে কল্যাণ, এর মধ্যে যে কল্যাণ এবং যে কল্যাণ নিয়ে উক্ত ঝড় প্রেরিত তার সবগুলোই আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার অকল্যাণ হতে, তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ হতে এবং যে অকল্যাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছে তা হতে' *(মুসলিম হা/৮৯৯)*।

৫. বৃষ্টিকালে আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে জাগ্রত করা : বৃষ্টির সময় অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত করা সুন্নাত। আয়েশা (রা.) বলেন, 'যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হত তখন রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর চেহারায় তা প্রকাশ পেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে আসতেন, বাহিরে যেতেন। যখন বর্ষণ হয়ে যেত তখন তার চেহারায় আনন্দের আভা বয়ে যেত, চিন্তা ও পেরেশানভাব কেটে যেত। আয়েশা (রা.) বলেন,'আমি রাসূল (ছা.)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার আশঙ্কা হয় যেন এতে আমার উম্মাতের উপর প্রেরিত কোন আযাব রয়েছে কি? *(মুসলিম হা/১৯৫৭)*।

৬. বৃষ্টিকে অশুভ মনে না করা : বৃষ্টিকে অশুভ মনে না করে আল্লাহ্‌র রহমত বলে মনে করা উচিত। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (ছা.) যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন, 'এ তো আল্লাহ্‌র রহমত' *(মুসলিম হা/১৯৫৭)*। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছা.)-এর সাথে থাকা অবস্থায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো। নবী (ছা.) তাঁর দেহের উপরিভাগ থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর শরীর বৃষ্টিতে ভিজে গেলো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বললেন, 'যেহেতু মহান প্রভুর কাছ থেকে সদ্য আগত (তাই আমি তা শরীরে লাগিয়ে নিলাম বরকতের জন্য)' *(মুসলিম হা/১৯৫৬)*।

উপসংহার : বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হবে সেটিই স্বাভাবিক। বৃষ্টি মহান আল্লাহ্‌র রহমত। ইচ্ছা করে বৃষ্টি চালু করা বা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই মহান আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি যেন উপকারী হয়, সে মর্মে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে হবে।

আশূরায়ে মুহাররম

মাহফূয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

জাহেলী যুগে কুরাইশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছা.) মদীনায় হিজরতের পূর্বে থেকেই তা পালন করতেন ও লোকদেরকে তা পালন করতে বলতেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হল, তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর' *(মুসলিম হা১১৩০)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) মদীনায় হিজরত করে ইহূদীদেরকে আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আ.) এ দিন ছিয়াম পালন করেছিলেন। অতএব আমরাও এদিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, 'তোমাদের চেয়ে আমরাই মূসা (আ.)-এর (আদর্শের) অধিক হক্বদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল) *(মুসলিম হা/১১৩০)*।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছা.) এরশাদ করেন, 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম পালন কর এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর *(বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৮৭ পৃ.)*।

শিক্ষা :

১. *আশূরার ছিয়াম ফেরাঊনের কবল থেকে মূসা (আ.)-এর নাজাত লাভের শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়। এর সাথে হোসাইন ইবনু আলী (রা.)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।*
২. *২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এটি ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছা.) নিয়মিত এই ছিয়াম পালন করতেন।*
৩. *সকল ইবাদত ও আচরণে ইহূদী-খ্রিস্টানদের সাথে অমিল করা আমাদের কর্তব্য।*

এসো দো'আ শিখি

মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় দো'আ :

উম্মে সালামা (রা.) বলেন, '(আবু সালামার মৃত্যুর পর) রাসূলুল্লাহ (ছা.) আবু সালামার নিকট পৌঁছালেন তখন তাঁর চক্ষু-খোলা ছিল। তিনি তার চক্ষু বন্ধ করে বললেন, রূহ যখন কবয করা হয় তখন চক্ষু তার অনুসরণ করে। একথা শুনে আবু সালামার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠলে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, নিজেদের জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া অযথা কিছু কর না। কেননা তোমরা যা বলবে, তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَاقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফিরলি আবী সালামাতা ওয়ারফা' দারাজাতাহূ ফিল মাহদিইয়্যিনা ওয়াখলুফ্‌হু ফী 'আক্বিবিহী ফিল গ-বিরীনা, ওয়াগ্‌ফিরলানা ওয়া লাহু ইয়া-রব্বাল 'আ-লামীনা ওয়াফসাহ্ লাহু ফী ক্ববরিহী ওয়া নাওবির লাহু ফীহ্।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। হে জগতসমূহের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা কর' *(মুসলিম হা/৯২০)*।

বি.দ্র. দো'আতে মৃত ছাহাবী আবু সালামার নাম আছে। দো'আ পাঠের সময় আবু সালামার নামের পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির নাম উক্ত স্থানে উল্লেখ করতে হবে।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৯৬-৯৭)

জীবনের গল্প

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

উ.চ.

বহুকাল আগের কথা। আরবে এক ব্যক্তি একটি উট চুরি করে ধরা পড়ে। ফলে লোকেরা তার কপালে ট্যাটু করে লিখে দেয় (উ.চ.)। যার অর্থ উট চোর। অতঃপর লোকটি লজ্জিত হয়ে তওবা করে এবং নিজেকে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে নিয়মিত ছালাত আদায় শুরু করে। অভাবী লোকদের সাহায্য করে। ধনী-গরীব সকলের প্রতি প্রয়োজনের সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অসুস্থদের সেবা করে। ইয়াতীমের প্রতি মমতা দেখায়। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলে। কিন্তু প্রথম দিকে লোকজন তাকে সন্দেহ করত। মানুষ মনে করত, সে লোক দেখানোর জন্য এসব করে। সে আসলে ভালো হয়নি। সে সুযোগ পেলে আবার চুরি করবে বা অন্য কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হবে। কিন্তু সে অন্যের কথায় কান না দিয়ে একের পর এক ভালো কাজ করতে থাকে।

এ ঘটনার অনেক বছর পর সেই গ্রামের পাশ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিলেন। তিনি রাস্তার পাশে কপালে ট্যাটু করা একজন বৃদ্ধকে দেখলেন। তিনি খেয়াল করলেন, বৃদ্ধের পাশ দিয়ে যাওয়া প্রত্যেকেই তাকে সালাম দেয় এবং তার হাতে চুম্বন করে। আর লোকটি সবাইকে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে ধরে। এসব দেখে আগন্তুক লোকটির খুব কৌতূহল হল। লোকটি একজন যুবককে এই বৃদ্ধের কপালে থাকা ট্যাটু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এই (উ.চ.) মানে কী? যুবকটি বলল, আমি জানি না। সম্ভবত এটি অনেক দিন আগের করা একটি ট্যাটু। তবে লোকটির আচরণ দেখে আমি মনে করি, (উ.চ.) মানে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

মাঝে মাঝে আমরা যাকে শেষ বলে মনে করি তা প্রায়ই একটি নতুন শুরু। ভালো কাজ করতে চাইলে কোন কিছুই বাঁধা হতে পারে না। বরং আন্তরিকভাবে তওবা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। নিয়মিত ভালো কাজ করতে থাকলে আল্লাহ বান্দার অপমানের চিহ্নকে সম্মানের আলামতে রূপান্তরিত করে দেন। লোকেরা ভালো-মন্দ অনেক কথা বলবে। তাদের কথায় হতাশ না হয়ে সৎকাজ করে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য।

রেগে গেলে তো হেরে গেলে

মাযহারুল ইসলাম মিনহাজ
বি.এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।

আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছুই ঘটে যা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। এমন অনেক ভুল হয়ে যায় যা শুধরানোর সুযোগ থাকে না। সমস্যা হল এই ঘটনাগুলো আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। আমরা এই ভুল শুধরাতে আরেকটা ভুল করে ফেলি। এর ফলে আমাদের আচরণে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে, যা আমাদের সুখ কেড়ে নেয়। অথচ আমরা চাইলেই আমাদের এই আচরণগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি। তাহলে আমাদের সময়গুলোও সুন্দর হতে পারে।

এ ধরনের ঘটনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্টিফেন কোভে নামে এক ভদ্র লোক একটি সূত্র দেখিয়েছেন। সূত্রের নাম 90/10 principal। তিনি এখানে দেখিয়েছেন জীবনের ছোট খাটো দুর্ঘটনাগুলোকে কিভাবে ইতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তিনি পুরো ধারণাটি একটি গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাহলে গল্পটা বলা যাক।

তিনজন সদস্যের একটি ছোট পরিবার। বাবা মা এবং ছোট্ট একটি মেয়ে। তারা সকাল বেলা একসাথে নাশতা করছিল। ছোট মেয়েটা হঠাৎ ভুল করে চায়ের কাপ ফেলে দেয় বাবার শার্টের উপর। বাবা তো রেগে আগুন! মেয়েকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন। স্ত্রীকেও বকাবকি করলেন, কেন সে চায়ের কাপ টেবিলের কিনারায় রেখেছে সেজন্য। বকা খেয়ে ছোট মেয়ে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করল। বাবা নাশতা শেষ করে শার্ট পরিবর্তন করে এসে দেখলেন মেয়েটি তখনো কাঁদছে। তার নাশতা এখনো শেষ হয়নি। তিনি আরেকটা ধমক দিয়ে কান্না বন্ধ করে দ্রুত নাশতা শেষ করতে বললেন। মেয়ের কান্না আরো বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে মেয়ের স্কুলের বাস চলে গেল। এখন বাবাকেই তাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে। ওদিকে অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে বাবার রাগও বেড়ে গেল।

মেয়েকে সময় মতো স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জোরে গাড়ি চালানোর কারণে পথে জরিমানা গুনতে হল। স্কুলে পৌঁছে মেয়ে চুপচাপ গাড়ি থেকে

নেমে মাথা নিচু করে চলে গেল। যে মেয়ে প্রতিদিন বাবাকে বিদায় জানিয়ে স্কুলে যাই, আজ সে বাবার দিকে ফিরে তাকানোর সাহস করল না। তিনিও অফিসে পৌঁছালেন পনের মিনিট দেরি করে। খেয়াল করে দেখলেন, তাড়াহুড়া করে আসার সময় অফিসের ব্যাগ আনতে ভুলে গেছেন। অফিসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাসায় রেখে আসার কারণে অফিসের কাজও ঠিকমতো হল না। তার উপর বড় স্যারও কথা শুনালেন।

দিনের কাজ শেষে রাতে বাসায় এসে দেখলেন মেয়েটা ঘুমিয়ে গেছে। অথচ অন্যদিন বাবা আসার অপেক্ষায় বসে থাকে। ঘরে ঢুকতেই সবার আগে দৌঁড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে, বাবা! আমার জন্য কী এনেছো? আজ আর অপেক্ষা করল না। তার স্ত্রীও আজ অনেকটা চুপচাপ। তিনি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লেন। দুর্ঘটনাবশত শার্টে একটু চা পড়ার কারণে সারাদিনের কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে গেল। পরিবারের মাঝে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হল।

অথচ গল্পটা যদি এমন হতো...

ছোট্ট মেয়েটা হঠাৎ ভুল করে চায়ের কাপ ফেলে দিল। তারপর সে নিজেই ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বাবা তাকে বললেন, সমস্যা নেই। আমিও ছোট বেলায় ভুল করে আমার বাবার গায়ে চা ফেলেছিলাম। তবে এখন থেকে সাবধান, ঠিক আছে? মেয়েটা একটু হেসে বলল, আচ্ছা বাবা। আর হবে না ইনশাআল্লাহ। মেয়ে দ্রুত নাশতা শেষ করে বাবা-মাকে বিদায় জানিয়ে বাসে করে স্কুলে গেল। বাবাও শার্ট পরিবর্তন করে ঠাণ্ডা মাথায় সব গুছিয়ে নিয়ে সময় মতো অফিসে পৌঁছালেন। অফিসের সব কাজও ঠিকঠাক হল। রাতে বাসায় আসতেই মেয়েটা দৌঁড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। বাবার আনা চকলেটগুলো একটা একটা করে খেতে শুরু করল। পুরো পরিবার হাসি আর আনন্দের সাথে রাতের খাবার খেল। একটি সুখী পরিবারের সুন্দর দিন।

প্রথম আর শেষ গল্পের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রথম গল্পে বাবার রাগের কারণে পুরো পরিবারের সবার মন খারাপ হল। সারাদিনের কাজকর্ম এলামেলো হয়ে গেল। আর পরের গল্পে বাবা তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করে সুন্দর ব্যবহার করার কারণে সকলেই একটি সুন্দর দিন কাটালো।

স্টিফেন কোভে বলেন, আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে ১০% চায়ের কাপ পড়ে যাওয়ার মতো এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। যেগুলোর উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু ঐ অনিচ্ছাকৃত ঘটনার পরে আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটার উপর নির্ভর করে বাকি ৯০% ঘটনা।

চায়ের কাপ পড়ার মতো এমন অনেক ঘটনা আমাদের সাথে প্রতিদিন ঘটে। যেগুলোতে আমাদের হাত না থাকলেও তাতে অনেক সমস্যা হয়। ধর, তুমি সুন্দর জামা-কাপড় পরে স্কুলের একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছো। হঠাৎ উপর থেকে একটা কাক তোমার সুন্দর জামায় প্রাকৃতিক কর্ম সেরে দিল। এখন তুমি কী করবে? তুমি তো কাকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। তাই না রেগে বিষয়টি মেনে নিয়ে তোমাকে এখন জামাটা পরিষ্কার করার উপায় খুঁজতে হবে। অথবা সম্ভব হলে বাড়ি ফিরে গিয়ে অন্য জামা পরে আসতে হবে। তাহলে তুমি অনুষ্ঠানটা ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবে। তোমার যদি সেখানে কবিতা আবৃত্তি থাকে সেটাও ভালোভাবে করতে পারবে। আর যদি রেগে যাও, তাহলে সেটা তোমার চেহারায় ফুটে উঠবে। তোমার আবৃত্তিও ভালো হবে না। আর তুমি পুরস্কারও পাবে না।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। আসল কথা হল তোমার সুখ, তোমার সাফল্য সবই নির্ভর করছে তোমার আচরণের উপরে। ছোট ছোট ভুলে বা সমস্যায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে তোমার পরের কাজগুলো ভালো হবে। আর রেগে গেলে তো তুমি হেরে গেলে।

শিক্ষা :

১. *তুচ্ছ কারণে রাগারাগি করা উচিত নয়। তাতে নতুন করে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।*

২. *সকল মানুষই ভুল করে। ছোটরা ভুল বেশি করে। এজন্য বকাবকি না করে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে হবে।*

৩. *ক্ষমা ও ধৈর্য দু'টি মহৎ গুণ। যা অর্জন করতে পারলে মানসিক প্রশান্তি লাভ সহজ হয়।*

কবিতা গুচ্ছ

আদর্শ সোনামণি

সা'দিয়া খাতুন, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি নামটি মোরা
সকলের মুখে শুনি
সোনামণির দশটি গুণ
অনেকেই না জানি।

সোনামণি নামটি মধুর
শুনতে লাগে ভালো,
আদর্শ সোনামণি ভবে
ছড়িয়ে দেয় আলো।

যদি 'সোনামণি প্রতিভা'র
শেষ পৃষ্ঠা খুলি,
সেখানেই দেখতে পাব
দশটি গুণাবলী।

রাসূলের আদর্শে সাজানো সব
সুন্দর গুণের সমাহার
কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করা
আর সুন্দর ব্যবহার।

ছোট্ট শিশু আমরা যদি
গুণগুলো সব মানি,
তবেই কেবল বলা যাবে
আদর্শ সোনামণি।

আল্লাহভীরু হই

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

হাতের কাছে কিতাব নিয়ে
অলস সময় যায় পেরিয়ে।
পড়ালেখায় মন বসে না
পড়ে থাকে নোট-বই।

আবার যখন ছালাতে দাঁড়াই
রুকূ, সিজদাহ করি আদায়
মন আমার স্থির থাকে না
মনের ঠিকানা কই।

দু'মুঠো ভাত মুখে দিয়ে
বসে থাকি না চিবিয়ে
খেতে আমার ভালো লাগে না
চুপচাপ বসে রই।

বিছানার উপর শুয়ে থেকে
মন যে কত স্বপ্ন আঁকে
চোখে আমার ঘুম আসেনা
নীরব জেগে রই।

এমন আরো কত সময়!
অবহেলায় রোজ হচ্ছে ক্ষয়
চেতনা আমার তবু ফিরে না
অবচেতন হয়ে রই।

মনের অসুখ দূরে সরাতে
শয়তানের সব কুমন্ত্রণা হতে
আল্লাহ ছাড়া আশ্রয় পাব না
তাই আল্লাহভীরু হই।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা 'আদিয়াত)

১. 'আদিয়াত শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বসমূহ।

২. সূরা 'আদিয়াত কুরআনের কততম সূরা?
উত্তর : ১০০তম।

৩. সূরা 'আদিয়াতে কতটি আয়াত আছে?
উত্তর : ১১টি।

৪. সূরা 'আদিয়াতে কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?
উত্তর : ৪০টি শব্দ ও ১৬৪টি বর্ণ।

৫. সূরা 'আদিয়াত কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : সূরা আছর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

৬. সূরা 'আদিয়াতে মানুষকে কী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে?
উত্তর : মন্দ পরিণাম সম্পর্কে।

৭. সূরা 'আদিয়াতে মানুষকে কী বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে?
উত্তর : আখেরাতে জবাবদিহিতার বিষয়ে।

৮. সূরা 'আদিয়াতে কয়টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : দু'টি।

৯. আল্লাহ তা'আলা সূরা 'আদিয়াত-এর কয়টি আয়াতে শত্রুপক্ষের উপরে অশ্বের দুঃসাহসিক হামলাকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন?
উত্তর : পাঁচটি আয়াতে।

১০. ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোন প্রাণীর কপালকে কল্যাণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে?
উত্তর : ঘোড়ার।

১১. কোন ব্যক্তির থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না?
উত্তর : কাফের ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি।

মধুর পুষ্টিগুণ

সাইমুম ইসলাম
সহ-পরিচালক, রজনীগন্ধা, নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী।

মানুষের জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন। কোনটা গাছপালার মাধ্যমে কোনটা পশু-পাখির মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, 'আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন যা কিছু তোমরা চেয়েছ। যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহ গণনা কর, তাহলে তোমরা তা গণে শেষ করতে পারবে না' *(ইব্রাহীম ১৪/৩৪)*।

আল্লাহ্র অসংখ্য নে'মতের মধ্যে মধু অন্যতম। মধু প্রথমত বিভিন্ন ফুল ও ফলে উৎপাদিত হয়। অতঃপর মৌমাছি তা খায় এবং চাক বেঁধে মানুষের জন্য জমা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি তোমার গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, গাছে ও যেখানে মানুষ মাচান নির্মাণ করে। অতঃপর তুমি সর্বপ্রকার ফল-মূল হতে ভক্ষণ কর। এরপর তোমার প্রভুর দেখানো পথসমূহে প্রবেশ কর বিনীতভাবে। তার পেট থেকে নির্গত হয় নানা রংয়ের পানীয়। যার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' *(নাহল ১৬/৬৮-৬৯)*।

পুষ্টি উপাদান : আল্লাহ্র রহমতে মধুর রয়েছে অসাধারণ ঔষধি গুণ। যা পূর্বে উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়। আর বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করলে মধুতে প্রায় ৪৫টি খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়। ফুলের পরাগায়নের মধুতে ২৫ থেকে ২৭ শতাংশ গ্লুকোজ, ৩৪ থেকে ৪৩ শতাংশ ফ্রুক্টোজ, ০.৫ থেকে ৩ শতাংশ সুক্রোজ, ৫ থেকে ১২ শতাংশ মল্টোজ, ২২ শতাংশ অ্যামাইনো

এসিড, ২৮ শতাংশ খনিজ লবণ এবং ১১ শতাংশ এনজাইম থাকে। এছাড়া প্রতি ১০০ গ্রাম মধুতে ২৮৮ ক্যালরি থাকে। কিন্তু এতে কোন চর্বি ও প্রোটিন থাকে না *(মুহাম্মাদ এনামুল হক, কি খাবেন কেন খাবেন, পৃ.৭৫)*।

মধুর উপকারিতা :

১. মধু তাপ ও শক্তির ভালো উৎস। এটি দেহে তাপ ও শক্তি যুগিয়ে শরীরকে সুস্থ্য রাখে। মধু শারীরিক দুর্বলতা দূর করে শরীরকে সতেজ রাখে।

২. মধু হজমে সাহায্য করে। এতে ডেক্সট্রিন নামে একটি উপাদান থাকে, যা সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে এবং সাথে সাথে কাজ করে। এটি পেটের রোগ নিরাময় করে।

৩. মধু চোখের জন্য ভালো। গাজরের রসের রঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে দৃষ্টি শক্তি বাড়ে।

৪. মুখের ত্বকের রং ও মসৃণতা বৃদ্ধির জন্যও মধু ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৫. মধুতে চর্বি না থাকায় এটি আমাদের পেট পরিষ্কার করে এবং চর্বি কমায়। ফলে ওযন কমে।

৬. মধু ত্বকের ভাঁজ পড়া রোধ করে। শরীরের সামগ্রিক শক্তি ও তারুণ্য বজায় রাখে।

৭. দুই চা-চামচ মধুর সঙ্গে এক চা-চামচ রসুনের রস মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খেলে উচ্চ রক্তচাপ কমে।

সতর্কতা : মধুর রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। তবে ঘুমের ওষুধ যেমন মানুষের স্বভাবিক ঘুমে সহায়তা করে আবার বেশি খেলে সেটাই হয় মৃত্যুর কারণ। তেমনি মধুও অতিরিক্ত খেলে শরীরের জন্য তা ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, এলার্জি, লো-প্রেশারের রোগীদের জন্য সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া অতিরিক্ত মধুপান মুখ ও দাঁতের ক্ষতি করে। একজন স্বাভাবিক মানুষ দিনে সর্বোচ্চ এক টেবিল চামচ মধু খেতে পারে। শরীরকে সুস্থ্য রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আমরা প্রতিদিন ১-২ চা চামচ মধু পান করতে পারি *(এবিপি আনন্দ অনলাইন ব্লগ, ১২ই আগস্ট ২০২৩)*। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

পরীক্ষায় সফলতা ও ব্যর্থতা

আবু রায়হান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মানুষ জ্ঞান অর্জন ও তার স্বীকৃতি লাভের জন্য মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। লক্ষ্য হল নিজে আলোকিত হয়ে সমাজ, দেশ ও দশের উপকার করা। কিন্তু যখন এই লক্ষ্য বিকৃত হয়ে কেবল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়ায় স্বার্থকতা মনে করা হয়, তখনই ঘটে বিপত্তি। দু'টি ঘটনার আলোকে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক।

ঘটনা-১ : এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করার পর ফারহানের আবদার পূরণ করতে বাবা তাকে মোটরসাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। সে তখন কুমিল্লা শহরের রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। এর মাত্র একদিন পর রাতে দুই বন্ধুকে নিয়ে গোমতী নদীর পাড়ে ঘুরতে যায় মাফি। রাত ১০-টার দিকে আইল্যান্ডে মোটরসাইকেলটি উল্টে যায়। এতে মাফিসহ তার দুই বন্ধু আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক মাফিকে মৃত ঘোষণা করেন *(আওয়ার নিউজ ডট কম; ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০২২)*।

ঘটনা-২ : ২০২৪ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পাওয়ায় নীলফামারীর সৈয়দপুরে এক কিশোর গলায় ফাঁস দিয়ে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় বিষ পান করে হবিগঞ্জ সদরে এক কিশোরী আত্মহত্যা করেছে। একই দিনে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডে ও ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় দুই শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এছাড়া হবিগঞ্জে বিষপান করে দুই কিশোর ও মাগুরায় ছাদ থেকে লাফ দিয়ে এক কিশোরী আত্মহত্যার চেষ্টা করে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে *(বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম; ১২ই মে ২০২৪)*।

উপরের দু'টি ঘটনায় আমরা একটি বিষয় বুঝতে পারি, পরীক্ষার ভালো ফলাফলে কেউ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বেপরোয়া চলাফেরা করছে। ফলে দুর্ঘটনায় জীবন হারাচ্ছে। কেউবা অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়ালেখা না করার কারণে পরবর্তী পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করছে। আবার কেউ ফলাফল ভালো না হওয়ায় নিজেকে ব্যর্থ ভেবে মৃত্যুর পথ বেছে নিচ্ছে।

যার কোনটাই ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, কেবল একটা পরীক্ষার ফলাফলে কখনোই দেশ বা জাতির উপকার কিংবা ক্ষতি হয় না।

প্রিয় সোনামণি বন্ধুরা! শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ভালো মানুষ ও দক্ষ জনবল তৈরী করা। যারা দেশ ও জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তোমরা জানো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজীবুর রহমান। তিনি ছাত্র জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন। কিন্তু পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর) ডিগ্রি প্রদান করে। এরকম অনেক জনকে পাওয়া যাবে যারা জিপিএ-৫ না পেয়েও দেশ ও জাতির উন্নতিতে অবদান রেখেছে। ইতিহাসে তাদের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। পরীক্ষার ফলাফল তাদেরকে আটকে রাখতে পারেনি। কারণ তারা ভয় পেয়ে জীবনকে ক্ষয় করেনি। বরং কঠোর পরিশ্রম করে প্রমাণ করেছে তাদের ফলাফলের চেয়ে তারা অধিক যোগ্য।

আমাদের আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য বা তাক্বদীর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর আগেই লিখে রেখেছেন *(মুসলিম হা/২৬৫৩)*। এমনকি আমাদের আজকের পরীক্ষার ফলাফলও। এজন্য ফলাফল ভালো হলে অতি আনন্দে উল্লাসিত হয়ে নিজেকে সফল মানুষ ভাবা যাবে না। বরং এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ঠিক তেমনি কোন কারণে ফলাফল খারাপ হলে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মতো হীন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বরং ধৈর্যের সাথে নতুনভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ছোটবেলায় আমরা যেমন কবিতা পড়েছিলাম, 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'।

তাই পরীক্ষার ফলাফলে আনন্দে ভেসে যাওয়া বা দুঃখের সাগরে ডুবে যাওয়া চলবে না। বরং আল্লাহ্র শুকরিয়া ও ধৈর্যধারণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'মুমিনের বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের। তার সবকিছুই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য অনুরূপ নেই। যখন তাকে কোন আনন্দদায়ক বিষয় স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ্র শুকরিয়া করে। ফলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। আর যখন তাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন ধৈর্যধারণ করে। ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪

নীতিমালা

ক-গ্রুপ :

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।

☆ **আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১নং মৌখিকভাবে এবং ২নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ :

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা যিলযাল, হুমাযাহ ও কাওছার *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ (৪র্থ সংস্করণ) সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ :

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর পূর্বে এবং ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর পরে হতে হবে)।

☆ **আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)। (**ক**- গ্রুপের জন্য ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত এবং **খ ও গ**- গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা হুজুরাত সম্পূর্ণ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২ (৩য় সংস্করণ)-এর নির্বাচিত অংশ।

গ- গ্রুপ :

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।

পরীক্ষা পদ্ধতি : এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা।

(খ) আক্বীদা : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

(ঘ) ইসলামী আদব : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব (ঘুমানোর আদব, পেশাব-পায়খানার আদব, পানাহারের আদব, পোশাক পরিধানের আদব ও সাক্ষাতের আদব)।

(ঙ) দো'আ মুখস্থ : তাশাহহুদ ও দরূদ (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

➢ **পরিচালকদের জন্য :** সোনামণি গঠনতন্ত্র এবং বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন *(লেখক : মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)*।

পরীক্ষা পদ্ধতি : এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে **১ম**, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ) ও **গঠনতন্ত্র** (৪র্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৩) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৮. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১০. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও আরও তিন জনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১১. কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০ (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল ও প্রতিযোগীর পূরণকৃত সোনামণি 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৬ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

২. উপযেলা : ১৩ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৩. যেলা : ২০শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১০ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

সোনামণির কলম

প্রিয় **রিয়াদ আলম, ৭ম শ্রেণী, আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** তোমার লেখা 'ভুল বুঝে' গল্পটি পেয়েছি। গল্পের বিষয়টি বেশ সুন্দর। কিন্তু লেখনী ও নাম সম্পর্কে আরো ভাবতে হবে। যেমন গল্পটির একটি নাম সুন্দর হতে পারত 'ভুলের মাশুল'। আমরা না বুঝে বা ভুল বুঝে অনেক ভুল করি। অযথা অন্যের উপর রাগারাগি করি। কিন্তু পরে যখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করি, তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করি। তাই আমাদের কোন কাজ করার আগে অবশ্যই ভালোভাবে ভেবে নেওয়া উচিত। এজন্যই তো বলা হয়, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

প্রিয় **মাহফূযুর রহমান, ৯ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** 'স্বল্প হলেও নিয়মিত' তোমার লেখাটি ঠিক গল্প নাকি প্রবন্ধ বুঝতে পারিনি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে গল্পের মত কাঠামো হলেও পড়ে প্রবন্ধের মত মনে হয়েছে। তার থেকে বেশি মনে হয়েছে লিখিত বক্তব্য। আরো গুছিয়ে সুন্দর করে লেখা দিও। আরেকটা কথা মনে রাখবে, এক পৃষ্ঠা লিখতে হলে দশ থেকে একশো পৃষ্ঠা পড়তে হয়। তাহলেই লেখা সুন্দর হয়। সৈয়দ শামসুল হককে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, লেখা শেখার জন্য আপনি কোন তিনটি কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন? তিনি বলেছিলেন, পড়, পড় এবং পড়।

প্রিয় **আবু সাঈদ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** তোমার নামহীন একটি ছড়া পেয়েছি। কিন্তু বানান ভুলের কারণে পড়তে অনেক কষ্ট হয়েছে। যেমন তুমি লিখেছ উনিশ কুরি। এই কুরি শব্দের অর্থ নারকেল কুরানো। আর বিশ বুঝাতে লিখতে হয় কুড়ি। বানানের দিকে লক্ষ্য না রাখলে পরীক্ষাতেও ভালো নম্বর পাওয়া যাবে না। আর সাহিত্যিক আনিসুল হক একবার বলেছিলেন, 'লেখকেরা যখন ভুল বানানে কিছু লেখেন তখন দাঁতের নিচে বালি পড়ার মতো অনুভূতি হয়'। নিশ্চয় খাওয়ার সময় গালে বালি পড়লে তোমার ভালো লাগে না। তেমনি লেখায় বানান ভুল থাকলে পড়তে ভালো লাগে না।

প্রিয় **মুহাম্মাদ মুরসালীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** তোমার 'লোভী কৃষক' গল্পটি শিক্ষণীয়। গরীব কৃষক স্বপ্নে টাকার সন্ধান পেয়ে চালাকি করে সব নিজেই ভোগ করতে চেয়েছিল। কিছুই দান করেনি। ফলে তার ব্যবসায় বরকত হয়নি। ঠিক তেমনি আমরাও যদি কোন কাজে ফাঁকি দিতে চাই তাহলে আল্লাহ বরকত তুলে নিবেন। তাই মন দিয়ে পড়ালেখা কর। আরো সুন্দর সুন্দর লেখা দিও। কোন একদিন ছাপা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় **আব্দুর রহমান, ৮ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** তোমার 'প্রতিজ্ঞা' গল্পটি পড়লাম। হেলাল ও বেলালের পিতা-মাতার কথা মেনে চলার প্রতিজ্ঞাটি দারুণ লেগেছে। আমাদের সবার এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত। আর গল্পের স্থান সুন্দরবনের গাঁ ঘেষা গ্রাম ও সেখানের মানুষের জীবন যাপন আমাদের চারপাশের থেকে আলাদা। তারা বনের মধু সংগ্রহ করে, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন করে ও নদীর মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে তারা কঠোর পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল হয়। আমাদেরও কোন কিছুতে সাফল্য অর্জনের জন্য ধৈর্যের সাথে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তোমার গল্পটি এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। অপেক্ষা কর। আগামীতে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। আরেকটা কথা, বনের বাঘ শিকার করা কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

প্রিয় **আব্দুল্লাহ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী**! 'চেষ্টা মানুষকে ধোঁকা দেয় না' শিরোনামে তোমার ছোট্ট গল্পটি পড়েছি। চেষ্টা কেবল মানুষকে নয় কোন প্রাণীকেই ধোঁকা দেয় না। আমরা একটি মাকড়সার গল্প জানি। যে একটি গুহার ছাদে উঠার চেষ্টা করছিল এবং বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। অতঃপর সে সফলভাবে গুহার ছাদে আরোহণ করতে পেরেছিল। সেটা দেখে একজন রাজা উৎসাহিত হয়ে তার রাজ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তুমিও লেখালেখির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে একদিন সফল হবে ইনশাআল্লাহ। আর 'সোনামণি'র ছায়াতলে থেকে সব সময় মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দান ও সহযোগিতা কর। আল্লাহ তোমাকে সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত দান করুন-আমীন!

সোনামণি প্রশিক্ষণ

২৯শে মে বুধবার মধ্য নওদাপাড়া, কাটাখালী, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর যেলার কাটাখালী থানাধীন মধ্য নওদাপাড়া জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি ইজাযুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিফাত ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ তাসকীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইস্রাফীল।

২৮শে জুন শুক্রবার পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ : অদ্য বাদ যেহর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী মাদ্রাসায় যেলার বিভিন্ন শাখার সোনামণিদের অংশগ্রহণে 'সোনামণি প্রতিভা' ৬৪তম সংখ্যার উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি এম. এ. কেরামত আলীর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফীর প্রিন্সিপাল ড. ইহসান এলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হাই ভূঁইয়া, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আবু সাঈদ ও ফায়ছাল আহমাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুল্লাহ সাইফ ও জাগরণী পরিবেশন করে আম্মার। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান?
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাহার জীবন-মৃত্যু জ্ঞান?
কোথা সে শিক্ষা- আল্লাহ ছাড়া * ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা?
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে লয়ে কুরআন।

-কাজী নজরুল ইসলাম

https://ahlehadeethbd.com/protiva/

সাপে কামড়ালে করণীয়

অধ্যাপক ডা. জি কে এম শহীদুযযামান, বিভাগীয় প্রধান
মেডিসিন বিভাগ, সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

প্রতি বছর আমাদের দেশে সাপের কামড়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। শহরের চেয়ে গ্রামে সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা বেশি। যদিও বাংলাদেশের অধিকাংশ সাপই নির্বিষ, অল্প কিছু সাপ বিষধর। আবার বিষধর সাপ পর্যাপ্ত বিষ ঢুকিয়ে দিতে ব্যর্থ হতে পারে। বিষধর সাপের পাশাপাশি নির্বিষ সাপের কামড়েও ভয় পেয়ে মানসিক আঘাতে মারা যায় অনেক মানুষ। এর কারণ সচেতনতার অভাব, সঠিক চিকিৎসার অভাব বা চিকিৎসা নিতে দেরি করা।

এখনো অনেক গ্রামে কুসংস্কার আছে, সাপে কাটলে ওঝা বা বেদের কাছে নিয়ে যায়। অনেকেই সাপে কাটলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কীভাবে চিকিৎসা নিতে হবে বা করণীয় কী তা জানেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, শুধু সঠিক জ্ঞানের অভাবে মারা যায়।

সাপে কামড়ালে কী করণীয়?

১. আক্রান্ত ব্যক্তিকে বারবার আশ্বস্ত করতে হবে এবং সাহস দিতে হবে যেন ভয় না পায়।

২. আক্রান্ত অঙ্গ অবশ্যই স্থির রাখতে হবে। হাতে কামড়ালে হাত নাড়ানো যাবে না। পায়ে কামড়ালে হাঁটাচলা করা যাবে না, স্থির হয়ে বসতে হবে।

৩. আক্রান্ত অঙ্গ ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে একটু চাপ দিয়ে প্যাঁচাতে হবে। একে প্রেসার ইমোবিলাইজেশন বলে। ব্যাণ্ডেজ না পাওয়া গেলে গামছা, ওড়না বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. আক্রান্ত স্থান সাবান দিয়ে আলতোভাবে ধুতে হবে অথবা ভেজা কাপড় দিয়ে আলতোভাবে মুছতে হবে।

৫. ঘড়ি, অলঙ্কার, তাবীয, সূতা ইত্যাদি বাঁধা থাকলে খুলে ফেলতে হবে।

৬. রোগীকে আধশোয়া অবস্থায় রাখতে হবে।

৭. যদি রোগী শ্বাস না নেয় তাহলে তাকে মুখে শ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. যত দ্রুত সম্ভব আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে হবে। বিষ প্রতিষেধক বা অ্যান্টিভেনম সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

৯. যদি সাপটিকে ইতোমধ্যে মেরে ফেলা হয়, তাহলে সেটি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে সাপ দেখে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া সহজ হবে। তবে সাপ মারতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না।

কিছু সাবধানতা : না জেনে আমরা এমন কিছু কাজ করি, যা রোগীর জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা থাকা যরূরী।

১. কোন ধরনের শক্ত বাঁধন/গিঁট দেওয়া যাবে না। এতে হাত/পায়ে রক্ত প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে রক্ত প্রবাহের অভাবে টিস্যুতে পচন শুরু হতে পারে।

২. চিকিৎসার জন্য ওঝা, কবিরাজ বা বেদের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

৩. কামড়ানোর স্থানে বেড, ছুরি দিয়ে কাটাকুটি করা যাবে না।

৪. অনেক মানুষের ধারণা, আক্রান্ত স্থানে মুখ লাগিয়ে চুষে বিষ বের করলে রোগী ভালো হয়ে যাবে। বিষ রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা এভাবে বের করা সম্ভব নয়। কোন অবস্থাতেই আক্রান্ত স্থানে মুখ দেওয়া যাবে না।

৫. কোন ভেষজ ওষুধ, লালা, পাথর, উদ্ভিদের বীজ, গোবর, কাদা ইত্যাদি লাগানো যাবে না।

৬. কোন রাসায়নিক পদার্থ লাগানো বা তা দিয়ে সেঁক দেওয়া যাবে না।

৭. যদি আক্রান্ত ব্যক্তির গিলতে বা কথা বলতে সমস্যা হয়, বমি হয় বা অতিরিক্ত লালা আসে তাহলে কিছু খাওয়ানো যাবে না।

৮. কিছু খাইয়ে বমি করানোর চেষ্টা করা যাবে না।

৯. ব্যাথার জন্য অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়ানো যাবে না।

শেষ কথা, সাবধানে চলাচল করতে হবে আর রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর শেখানো দো'আ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *(আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খলাক্ব)* 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(আবুদাঊদ হা/৬৭৭২)* বেশি বেশি পাঠ করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মিছবাহ
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।।

প্রিয় সোনামণিরা! গত সংখ্যায় আমরা অনির্দিষ্ট শব্দকে নির্দিষ্ট করতে শিখেছিলাম। এই সংখ্যায় আমরা শব্দকে পুরুষবাচক থেকে স্ত্রীবাচকে রূপান্তর করা শিখব। একে লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গ পরিবর্তন বলা হয়। শুরুতেই নিচের শব্দার্থগুলো মুখস্থ করি। এরপর নিচের নিয়মটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
ছোট	صَغِيْرٌ	নতুন	جَدِيْدٌ
বড়	كَبِيْرٌ	পুরনো	قَدِيْمٌ
প্রসিদ্ধ	مَشْهُوْرٌ	সুন্দর	جَمِيْلٌ
উপকারী	مُفِيْدٌ	ভালো	جَيِّدٌ
খাটো	قَصِيْرٌ	লম্বা	طَوِيْلٌ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দের শেষে গোল তা (ة) না থাকলে শব্দটিকে পুরুষবাচক শব্দ বা مُذَكَّرٌ বলা হয়। আর গোল তা (ة) থাকলে শব্দটিকে স্ত্রীবাচক বা مُؤَنَّثٌ বলা হয়। যেমন : قُفْلٌ শব্দটি مُذَكَّرٌ। কারণ তার শেষে গোল তা (ة) নেই। আবার قَرْيَةٌ শব্দটি مُؤَنَّثٌ। কারণ তার শেষে গোল তা (ة) আছে। তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন مَرْيَمُ শব্দটির শেষে গোল তা (ة) নেই। কিন্তু মারিয়াম একটি মেয়ের নাম হওয়ার কারণে শব্দটি مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীবাচক হিসাবে গণ্য হবে।

কায়েদা : সাধারণত গুণবাচক শব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দ পুরুষ থেকে স্ত্রীবাচকে রূপান্তরিত হয় না। কেবল গুণবাচক শব্দের শেষে গোল তা (ة) বৃদ্ধি করে তা مُذَكَّرٌ থেকে مُؤَنَّثٌ করা যায়। ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীবাচক শব্দ থেকে গোল তা বাদ দিলে পুরুষবাচক হয়।

নিচের ছকের শব্দার্থগুলোর পরিবর্তন খেয়াল করি।

স্ত্রীবাচক (مُؤَنَّثٌ)		পুরুষবাচক (مُذَكَّرٌ)	
নতুন	جَدِيْدَةٌ	নতুন	جَدِيْدٌ
পুরনো	قَدِيْمَةٌ	পুরনো	قَدِيْمٌ
সুন্দর	جَمِيْلَةٌ	সুন্দর	جَمِيْلٌ
ভাল	جَيِّدَةٌ	ভাল	جَيِّدٌ
প্রসিদ্ধ	مَشْهُوْرَةٌ	প্রসিদ্ধ	مَشْهُوْرٌ

আশাকরি তোমরা পরিবর্তনের নিয়মটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ। এখন নিচের ছকের শব্দগুলো মুখস্থ কর এবং مُذَكَّرٌ থেকে مُؤَنَّثٌ এ পরিবর্তন করার চেষ্টা কর।

مُؤَنَّثٌ	অর্থ	مُذَكَّرٌ
شَرِيْفَةٌ	ভদ্র	شَرِيْفٌ
.....	দক্ষ	مَاهِرٌ
.....	শক্তিশালী	قَوِيٌّ
.....	দুর্বল	ضَعِيْفٌ
.....	পরিশ্রমী	مُجْتَهِدٌ
.....	ভাঙ্গা	مَكْسُوْرٌ
.....	সুস্বাদু	لَذِيْذٌ
.....	খাঁটি	خَالِصٌ
.....	নষ্ট	فَاسِدٌ

পিতা-মাতার সাথে আদব

১. পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করা।

২. তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা ও তাদেরকে আদবের সাথে ডাকা।

৩. পিতা-মাতার নাম ধরে না ডাকা।

৪. তাদের সাথে কখনও রাগান্বিত হয়ে কথা না বলা।

৫. সাধ্যমত পিতা-মাতার সেবা করা।

৬. পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দো'আ ও ছাদাকা করা।

৭. পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

৮. মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা।

৯. নিজ পিতা-মাতা ব্যতীত অন্যকে পিতা-মাতা পরিচয় না দেওয়া।

১০. পিতা-মাতা অপমানিত হয় এমন কোন কাজ না করা।

ক্লুইজ

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে কোন ডিগ্রী প্রদান করে?

উঃ.....

২. কোন কাজ করলে পুরো রাত ক্বিয়াম করার ন্যায় হয়?

উঃ.....

৩. হিজরতের সময় মদীনায় বসবাসকারী ইহূদী গোত্রসমূহের নাম লিখ।

উঃ.....

৪. নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্টিফেন কোভের দেখানো সূত্রের নাম কী?

উঃ.....

৫. যে মজা করে হলেও মিথ্যা পরিত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (ছা.) তার জন্য কীসের যিম্মাদার হবেন?

উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই আগস্ট ২০২৪।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) মৃত্যুর সঠিক বয়স হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করা (২) নেতার আদেশ অমান্য করায় (৩) জন্ম ১৪ই অক্টোবর ১৮৩২ খ্রি. এবং মৃত্যু ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯০ খ্রি. (৪) ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৫) যতক্ষণ বান্দা তার অপর ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকেন।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : লাবীব ইসলাম, ৪র্থ শ্রেণী দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদ্রাসা, চণ্ডিপুর।

২য় স্থান : নাফিস ইকবাল, মক্তব বিভাগ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : তাহমীদ, ৪র্থ শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :.....
প্রতিষ্ঠান :.....
.....**শ্রেণী:**.....
ঠিকানা:.....
.....
মোবাইল:.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

৬৬তম সংখ্যা | জুলাই-আগস্ট | মূল্য : ২০/-

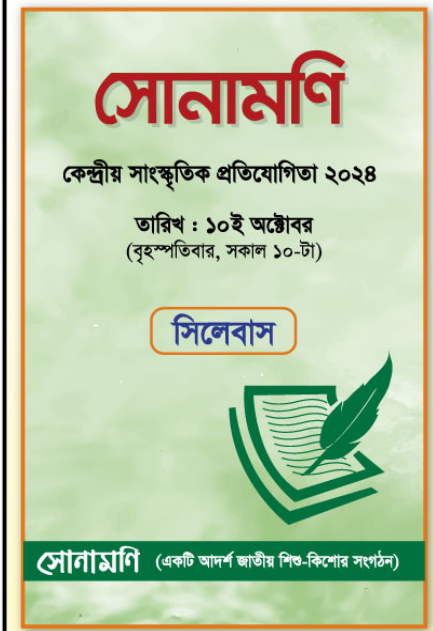

সোনামণি

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪
এ অংশগ্রহণ করতে চাইলে আজই
সিলেবাসটি সংগ্রহ করুন

মোবাইল
০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭০৯-৭৯৬৪২৪

মূল্য ২০ টাকা

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

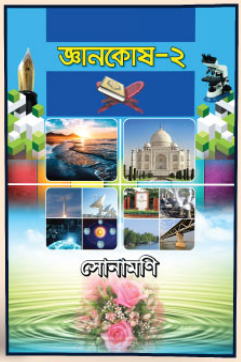

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা) নওদাপাড়া (আম চত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস :
০১৭১৫-৭১৫১৪৩

অর্ডার করুন
০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
(বিকাশ)

বই দু'টিতে অতি সহজ-সাবলীল ভাষায় ইসলামী আক্বীদা, আমল ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা সোনামণিদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। বই দু'টি সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর সিলেবাসভুক্ত।